দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ: 19 NOV 2016
পৃষ্ঠা: ৮ কলাম: ৪

সৃজনশীল শিক্ষাপদ্ধতি বাস্তবায়নে সমস্যা

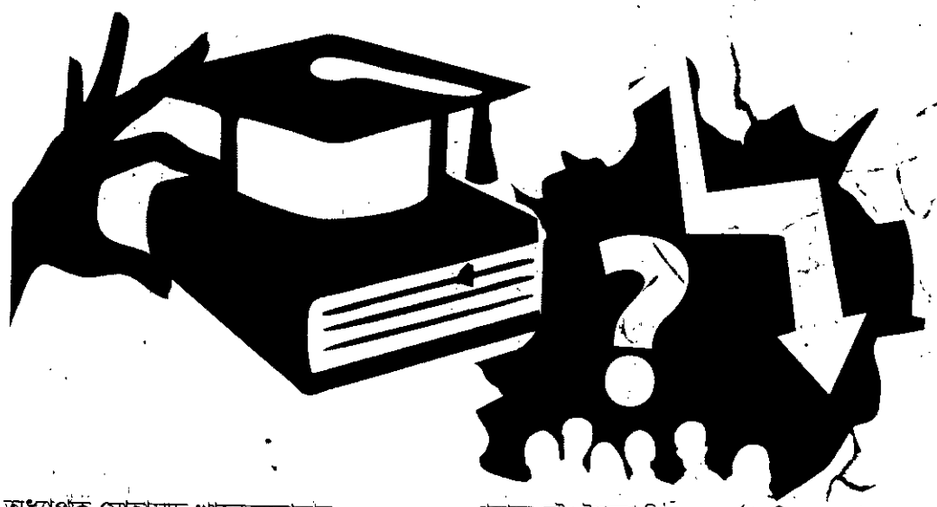

অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান

যেহেতু কলেজ পর্যায়ে আমি পাঠদান ও পাঠ্যবই লেখার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম তাই মূলত এ পর্যায়কে কেন্দ্র করেই আমি আমার পর্যবেক্ষণ তুলে ধরব।

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে মুখস্তনির্ভর গতানুগতিক পদ্ধতির মতো সিলেবাস বড় হওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু প্রশ্নপদ্ধতি পরিবর্তন করা হলেও আগের মতো বড় সিলেবাস বহাল রাখা হয়। ২০১১-২০১২ সেশন থেকে ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু হলেও আগের সিলেবাস চালু থাকায় ঐ বিষয়ে প্রথম পত্রে ১৭টা অধ্যায় ছিল। অর্থাৎ বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী ৪০০ পৃষ্ঠা +১০%। কার্যত বাজারে বইগুলো ৫০০ পৃষ্ঠারও ওপরে। তাই প্রতিটা অধ্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে প্রশ্ন তৈরি ও পাঠদান যেমন প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় তেমনি ছাত্রছাত্রীরাও সমস্যার সম্মুখীন হয়।

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে পাঠ্যবই সৃজনশীলধর্মী হওয়া আবশ্যক। যেখানে প্রতিটা বিষয় মূলত সুস্পষ্ট জ্ঞান দিয়ে শুরু হয়। বিশেষজ্ঞ লেখকদের মতামত প্রদানের প্রয়োজন পড়ে না। বড় বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই। উদাহরণ দিতে হয়। কর্মপত্র দিতে হয়। ঘটনা তুলে ধরতে হয়। দলীয় আলোচনার মতো বিষয় থাকে। শিক্ষার্থী যেন বই পড়ে নতুন পরিস্থিতিতে অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারে সেভাবে বই লিখতে হয়। কিন্তু আগের পদ্ধতি অনুসরণে লেখা বই সেই প্রয়োজন পূরণ করেনি।

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি একটা কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতি। এখানে নির্ধারিত কাঠামো বা ছকের মধ্যে থেকে একজন শিক্ষককে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হয়। বহুনির্বাচনী প্রশ্ন হবে ৪০টা (এখন ৩০টা)। এর মধ্যে সাধারণ বহুনির্বাচনী, বহুপদী সমাপ্তিসূচক, অভিন্ন তথ্যভিত্তিক— এ তিন ধরনের প্রশ্ন নিয়মমাফিক থাকবে। ৪০টা প্রশ্নের মধ্যে জ্ঞানমূলক, অনুধাবনমূলক, প্রয়োগ দক্ষতামূলক ও উচ্চতর চিন্তন দক্ষতামূলক— চিন্তন দক্ষতার চারটা স্তর যাচাইয়ের জন্য ছকে বেঁধে দেওয়া সংখ্যা মতো প্রশ্ন থাকবে। কোন্ চিন্তন দক্ষতা যাচাইয়ে কোন্ ধরনের প্রশ্ন করতে হবে, উদ্দীপক কিভাবে তৈরি হবে—এভাবে নানান হিসাব। এই হিসাব আবার পাঠ্যবইয়ের অধ্যায়ের সঙ্গে মিল রেখে করতে হবে, যেন কোনো অধ্যায় বাদ না পড়ে বা কোনো অধ্যায় থেকে বেশি প্রশ্ন না হয়ে যায়। প্রশ্ন কিভাবে তৈরি হবে, বিকল্প উত্তরগুলো কিভাবে তৈরি করতে হবে, ভুলরূপ, শুদ্ধরূপ—এভাবে যা বললাম এগুলো ৪০ নম্বরের জন্য। বাকি MCQ ৬০ নম্বর সেখানেও নানান নিয়ম-কানুন। সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি কাঠামোবদ্ধ বিষয়। তাই এই কাঠামোকে তাত্ত্বিকভাবে বোঝা যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রশ্ন করতে করতে এটা ভালোভাবে শেখা যায়। আমাদের বিষয়েই যদি বলি তবে মাস্টার ট্রেইনার (বাছাইকৃত শিক্ষকদের নিয়ে) প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে সম্ভবত ডিসেম্বর ২০১১ থেকে আর সাধারণ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে মার্চ ২০১২ থেকে। সাধারণ শিক্ষকদের মাত্র তিনদিনের প্রশিক্ষণ। শিক্ষক ছাত্রজীবনে পড়েছেন ও দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন রচনামূলক পদ্ধতিতে। তার হৃদয় ও মনে যে পদ্ধতি বাসা বেঁধে আছে তা তিনদিনের প্রশিক্ষণে কিভাবে দূর হবে। নতুন কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতি তিনদিনে বুঝে শিক্ষক বিজ্ঞ হয়ে গেছেন, যদি কর্তৃপক্ষ মনে করে থাকেন তবে সেটা বড় ভুল।

২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে NCTB এইচএসসি পর্যায়ে নতুন সিলেবাস চালু করে। এতে বিষয়ভেদে পৃষ্ঠা সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ বিষয়টাকে নতুন সিলেবাসে ব্যবসায় সংগঠন (ব্যবসায় পরিচিতি) নামে ১০০ এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ১০০ নম্বর করা হয়। প্রথম পত্রে অধ্যায় সংখ্যা ১২ ও দ্বিতীয় পত্রে অধ্যায় সংখ্যা ১০। পৃষ্ঠা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় ২০০ +১০%। প্রতি অধ্যায়ে বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সর্বোচ্চ ৫টি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সর্বোচ্চ ২টি দেওয়া যাবে। এনসিটিবি কর্তৃপক্ষ প্রশ্নসংখ্যা সীমিত করে দেওয়ার পিছনে যুক্তি দেখালেন, প্রশ্ন বেশি দিলে সৃজনশীলতা নষ্ট হবে ও মুখস্তের প্রবণতা বাড়বে। অথচ বহুনির্বাচনী প্রশ্নের ধরন ও চিন্তন দক্ষতার স্তর বিবেচনায় নিলে প্রতিটার একটা করে উদাহরণ বইতে দেওয়া হলেও এটা কমপক্ষে ১০টি হতে পারত। তাই যদি বহুনির্বাচনী ২০টি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ৫টি করে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হতো এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা আমাদের বিষয়ে ৩০০ +১০% করা হতো তবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ বেশি উপকৃত হতো বলে আমার মনে হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ের ক্ষেত্রেও বিষয়টা প্রযোজ্য। নতুন সিলেবাসে বই অনুমোদনের জন্য NCTB জমা নেয়। ক্ষেত্রবিশেষে ২৫টা বইও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এতে অনুমোদিত টেক্সট বইয়ের প্রতি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ হ্রাস পায়। যা নোট বই ও গাইড বইয়ের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধির আরেকটি কারণ বলে মনে করি।

যথাযথ প্রস্তুতি ছাড়াই দ্রুততার সঙ্গে এ ধরনের একটা পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যা হবার তা-ই হয়েছে। প্রয়োজনীয় চিন্তা-গবেষণার অভাব, সক্ষমতা বিবেচনায় ব্যর্থতা, শিক্ষকগণের জন্য যথাসময়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি নিতে না পারা এবং সৃজনশীলতা সৃষ্টির উপযোগী টেক্সট বই নিশ্চিত না করে নতুন পদ্ধতি চালুর মাশুল জাতিকে অনেকদিন দিতে হবে।

ঢাকা